গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
www.mofl.gov.bd

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর / সংস্থার পাইলটিং উদ্ভাবনের তালিকা – অক্টোবর, ২০১৯

## ১। মৎস্য অধিদপ্তরের পাইলটিং (পাইলটিং পর্যায়ে) উদ্ভাবনের তালিকা

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ০১ | মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা | বাংলাদেশের মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণে স্বল্পব্যয়ী অটোমেটিক ফিশ ফিডার তৈরি | বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলো সনাতন ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই সনাতন ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিভিন্ন আধুনিক মৎস্যচাষ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য খামারের মৎস্য খাদ্য প্রদান যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে মৎস্য খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হবে।<br><br>সমাধান পদ্ধতি:<br><br>মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ<br><br>(Mechanization and digitalization of fish feed application system)<br><br>বাংলাদেশের মৎস্য খাতের অবদান আজ সারা বিশেব স্বীকৃত। অভ্যত্মরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থান দখল করে আসছে। গত | অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে ১. মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। একই সাথে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ কমানো ও মৎস্য খাদ্যের এফসিআর কমানো যায়। | ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী<br><br>০১৭১২ ৯০২৭১ ৯<br><br>tanvir_h১৯৯৮@yahoo.com | ৩০% | প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত সময় ও ব্যয় ক্রমিক নং কাজের ধরন পরিমান সময়কাল (মাস) ব্যয় (লক্ষ) মন্তব্য<br>১ মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ<br>১. অটোমেটিক ফিশ ফিডার মেশিন স্থাপন<br>২. ডিজিটাল করণের জন্য কন্ট্রোলার স্থাপন<br>৬ টি<br>৬ টি<br>৩<br>৩<br>২. ওয়েবসাইট তৈরি<br>১ টি ১ ২<br>৩. ডিজিটাল করণের জন্য কন্ট্রোলারসমূহের অপারেটিং সফটওয়ার তৈরি<br>২ ২<br>মোট<br>৬ ৭ | কার্যক্রম চলমান | হ্যাঁ | অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে ১. মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। একই সাথে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ | ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী<br><br>০১৭১২ ৯০২৭১ ৯<br><br>tanvir_h1998@yahoo.com |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | তিন দশকে বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৫ গুণ বাড়লেও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১৮ গুণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি পাঙ্গাস, কই, শিং, মাগুর, পাবদা ও তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ নীরব বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ মাছ চাষে ব্যাপকহারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হওয়ায় বড় বড় বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা মৎস্য খাতে বিনিয়োগ করছে এবং বিভিন্ন এলাকায় মৎস্য খামার গড়ে তুলছে।<br><br>মাছ চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিষয় হলো মাছের কৃত্রিম খাবার। মাছ চাষের খরচের প্রায় ৬০ থেকে ৮০ ভাগ খরচ হয় মাছের কৃত্রিম খাবার ক্রয়ের জন্য। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার দেওয়ার কথা থাকলেও মৎস্য চাষীরা জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য খাবার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় অনুমান করে বিভিন্ন সময়ে মাছের খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়াও শ্রমিকেরা তাদের পরিশ্রম কমানোর জন্য অনেক সময় এক জায়গায় মাছের সকল খাবার প্রয়োগ করে থাকে। ফলে কখনও খাবারের স্বল্পতা আবার কখনও অধিক খাবার প্রয়োগের কারণে তা নষ্ট হয়ে পুকুরের পানি দূষিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষতিকারক | | | | | | | | কমানো ও মৎস্য খাদ্যের এফসি আর কমানো যায়। | |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | গ্যাসের সৃষ্টি হয়, অক্সিজেন স্বল্পতার ফলে মাছের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এবং মাছের কাংখিত উৎপাদন ব্যাহত হয়। অটোমেটিক ফিস ফিডার (Automatic Fish Feeder) ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার একটি প্রোগ্রামকৃত যন্ত্র। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার সুষম দূরত্বে সমহারে পুকুরে প্রয়োগ করা যায়। এতে সকল মাছের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং শ্রমিক নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এটি ম্যানুয়ালি অথবা মোবাইল-ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে এবং প্রয়োগকৃত খাদ্যের ডাটাসমূহও সংরক্ষণ করা হবে। ফলে প্রতিদিন, প্রতিমাসে, প্রতিবছরে কোন পুকুরে কতটুকু খাবার দেওয়া হয়েছে এবং মোট খাবারের পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যাবে। এর সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন সেন্সরের মাধ্যমে মৎস্য খামারের পরিবেশগত তথ্যাদি পাওয়া যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব।<br><br>বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলিকে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও বিজ্ঞানভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব তথা ব্যয় সাশ্রয়ী করে তোলা সম্ভব। তাছাড়া সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ (Real Time Monitoring) এর মাধ্যমে মৎস্য খামারের জৈব নিরাপত্তা (Bio-safety) নিশ্চিত করে পরিবেশবান্ধব | | | | | | | | |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মৎস্য উৎপাদন করা যায়। তাছাড়া শ্রমিক নির্ভরতা কমিয়ে মৎস্য উৎপাদন খরচ কমানো যায়। সর্বোপরি মাছের উৎপাদন উলম্বভাবে (Vertical) বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছচাষে এক বিপ্লব ঘটানো যেতে পারে।<br><br>মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তিনটি মৎস্য খামার যেমনঃ মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষীপুর, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মুন্সীগঞ্জ সদরে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।<br><br>নির্বাচিত এই তিনটি মৎস্য খামারে অটোমেটিক ফিস ফিডার স্থাপন করা হবে। | | | | | | | | |
| ০২ | ভৈরব, কিশোরগঞ্জ | Dr. Fish (মাছের ডাক্তার) | Dr. Fish অ্যাপ তৈরি করা হবে যেখানে মৎস্য কর্মকর্তার প্রোফাইল (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর), ছবি তোলা ও পাঠানো, অডিও কল, ভিডিও কলের অপসন থাকবে। অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ যে কোনো স্থান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পুকুর পাড়েই মৎস্য সংক্রান্ত সেবা পাবেন-<br>রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থার ছবি পাঠিয়ে অডিও কলের মাধ্যমে অথবা, | সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, যাতায়াত ও সেবার মান হ্রাস পাবে। | মোঃ লতিফুর রহমান<br><br>০১৭৬৫১১১৪৪৪<br>Suzan.dof@gmail.com | পাইলটিং কার্যক্রম চলমান | ১,০০,০০০/= | চলমান | হ্যাঁ | সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, যাতায়াত ও সেবার মান হ্রাস পাবে। | মোঃ লতিফুর রহমান<br><br>০১৭৬৫১১১৪৪৪<br>Suzan.dof@gmail.com |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থা দেখার মাধ্যমে। | | | | | | | | |
| ০৩ | উপপ্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট | ক্লাষ্টার ফার্মিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্য সেবা সহজীকরণ | সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল চিংড়ি চাষেল জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও উপযোগী। রপ্তানীযোগ্য চিংড়ির শতকরা ৮০% উপকূলীয় অঞ্চলে। দেশের ২৭৬০০০.০০ হেক্টর চিংড়ি চাষ এলাকার মধ্যে প্রায় ৮৫% ঘেরে (প্রায় ১৩৫০০০ হেক্টর জমিতে) এখনও পযন্ত সনাতন পদ্ধতিরে চাষাবাদ হচ্ছে। ফলে চাষির হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন খুবই কম হচ্ছে ( গলদা ৬৪৭ কেজি/হেঃ এবং বাগদা ৩১৮ কেজি/ হেঃ ) পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে রোগ বালাইয়ের ঝুঁকি বাড়ছে এবং চাষির লাভ কম হচ্ছে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষ দিন দিন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এ সন্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন তন্মধ্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ হলো চাষিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহনে চাষিকে উৎসাহিত করা। এছাড়া জলবায়ু পবির্তনসহ বিভিন্ন কারণে পানির প্যারামিটারগুলোর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের উপর। নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব, চিংড়ির হঠাৎ মড়ক ইত্যাদি বিষয়গুলো উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে | আইডিয়াটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চাষিদের মাঝে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছানো সহজ হবে। ক্লাষ্টার চাষিদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন খরচ কম হবে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা যাবে। চাষির আয় বৃদ্ধি পাবে। জীবনমান উন্নত হবে। চাষিদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে এবং চাষিরা স্বাবলম্বী হবে। | সরোজ কুমার মিস্ত্রি<br>০১৭১৪৪৪৪২৬২<br>sufodumuria@gmail.com | পাইলটিং কার্যক্রম চলমান | ক্লাষ্টার চাষিদের প্রশিক্ষণ (১ম ধাপ ২ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ২০০০০.০০ = ৮০০০০.০০ কাষ্টার চাষিদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (২য় ধাপ ১ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ১০০০০.০০ = ৪০০০০.০০ কাষ্টার চাষিদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (৩য় ধাপ ১ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ১০০০০.০০ = ৪০০০০.০০ ক্লাষ্টার চাষিদের মাঝে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক চাষি সহায়িকা বিতরণ ১০০০ টি @ ১০০.০০ = ১০০০০০.০০ প্রতিটি ক্লাষ্টারে ১টি করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন (পোনা সরবরাহ) ৪০@ ২০০০০.০০ = ৮০০০০০.০০ সর্বমোট খরচ = ২৫০০০০০.০০ ( পচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) | কার্যক্রম চলমান | হ্যাঁ | আইডিয়াটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চাষিদের মাঝে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছানো সহজ হবে। ক্লাষ্টার চাষিদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন খরচ কম হবে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা যাবে। চাষির আয় বৃদ্ধি পাবে। জীবন | সরোজ কুমার মিস্ত্রি<br>০১৭১৪৪৪৪২৬২<br>sufodumuria@gmail.com |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | নিয়মিত মাটি ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা টেকসই ও স্থায়িত্বকরণের লক্ষ্যে চাষির দোড়গোড়ায় মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপেজলায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৬০০০ টি ঘেরে ২৫০০০ জন চাষি চিংড়ি চাষ করে থাকেন। ( তন্মধ্যে ৮০% সনাতন পদ্ধতির এবং ২০% হালকা উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ করে)। অধিকাংশই ঘেরে সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদের ফলে উৎপাদন খুবই কম হচ্ছে। এ উপজেলায় গলদা বাগদা মিলিয়ে বছরে চিংড়ি উৎপাদন প্রায় ১১ হাজার মেট্রিক টন। অথচ চাষিদের মাঝে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হলে অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে হালকা উন্নত পদ্ধতিতে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ উৎপাদন অতি সহজই দ্বিগুন বাড়ানো সম্ভব হতো ( সনাতন পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৩৩০ কেজি, হালকা উন্নত পদ্ধতিতেবাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১০০০ কেজি) । মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান স্বল্প সংখ্যক জনবল ও সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সকল চাষিকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করতে সুদীর্ঘ সময় প্রয়োজন। G ‡cÖwÃ•Z একটি অঞ্চল/বিলের চাষিদের একত্রিত করে ক্লাষ্টার গঠন করা হচ্ছে। পাশাপাশি অবস্থিত ২০-২৫টি ঘের চাষিকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণ ,পরামর্শ, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাঠ দিবস, ফলাফল প্রদর্শন ইত্যাদি কাযক্রম বাস্তবায়ন | | | | | | | মান উন্নত হবে। চাষিদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে এবং চাষিরা স্বাবলম্বী হবে। | |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | করা হচ্ছে।<br><br>এ কাযক্রমের ফলে চাষিরা দলভাবে শিখতে পারছে। ফলে তারা আনন্দের সাথে সহজেই প্রযুক্তি গ্রহন করতে পারছে। নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। দলগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি চাষের উপকরণ সংগ্রহ করায় তাদের উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় চাষির জীবনমান উন্নয়ন ঘটছে। ক্লাষ্টার চাষিদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে।<br>এ উদ্যোগের আওতায় এ উপজেলায় ৪০ টি ক্লাষ্টারে ১০০০ জন চাষিকে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬০০ জন নারী চিংড়ি চাষি রয়েছে। এ সকল ক্লাষ্টারে চাষির উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি তাদের জীবনমানও উন্নত হয়েছে (বেইজ লাইন উৎপাদন গলদা বাগদা একত্রে ৪৫০ কেজি/হেক্টর; বর্তমান উৎপাদন ১০০০ কেজি/হেক্টর)। বর্তমান অর্থবছর শেষে ৫০টি ক্লাষ্টার গঠনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরো ২৫টি ক্লাষ্টার গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল ক্লাষ্টার গঠনের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিদের মাঝে সেবা প্রদান করা সহজ হচ্ছে। ক্লাষ্টার চাষিরদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল চাষিদের দেখাদেখি পাশেপাশের চাষিরাও প্রযুক্তি গ্রহনে উৎসাহিত হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় এ উদ্দ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং | | | | | | | | | |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | চাষির জীবনমান আরো উন্নত হবে। | | | | | | | | |
| ০৪ | মোল্লা হাট, বাগের হাট | Wish Pond (ইচ্ছা পুকুর) | যাদের পুকুর নাই বা পুকুর তৈরীর স্থান নাই তারা তাদের গৃহাঙ্গনে ক্ষুদ্র পরিসরে গর্ত করে জৈব মাটির বস্তা দিয়ে পাড় তৈরী পুকুরের ভিতরে পলিথিন দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে মাছের চাষ/মজুদ করলে দরিদ্র মানুষ তাদের প্রয়োজনে মাছ আহরণ করতে পারবে। প্রয়োজনে খাল/বিল/উন্মুক্তজলাশয় থেকে আহরনকৃত মাছ Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে। এক্ষেত্রে Wish Pond টি একদিকে চাষীর পুকুর অন্যদিকে জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে। পুকুরে অক্সিজেন সংকটে Aquarium Air Pump ব্যবহার করা হবে। এছাড়া জৈব মাটি সমৃদ্ধ বস্তায় সজ্বি লাগিয়ে পুকুরের উপরে জালের বেড়া দিলে পুঁইশাক, সিম, বরবটি, উচ্চে, কাঁচা মরিচ, বেগুন ইত্যাদি সজ্বির উৎপাদন হবে যা চাষির দৈনিক চাহিদা মিটাতে সাহায্য করবে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি আর্থ-সামাজিকভাবে লাভবান হবে। | Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে, জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে, পুকুর পাড়ে উৎপাদিত সজ্বি তাদের দৈনিন্দিন চাহিদা মিটাবে। | রাজ কুমার বিশ্বাস ০১৭৪০৫৭৮১০২ rajkumarbiswasdof@gmail.com | কার্যক্রম চলমান | Wish Pond টির আয়তন ১২৫ -৩২৫ বর্গফুট আয়তনের হতে পারে। আয়তনের উপর নির্ভর করে ব্যয়ের পরিমান। এক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি Wish Pond করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার মূল্য- বস্তা- ৪০টি (প্রতিটি ২৫টাকা)=১০০০/০০ পলিথিন- (থোক) ২০০০/০০, নেট- থোক- ২০০/, Aquarium Air Pump- ১টি- ৫০০/ খাদ্য- থোক- ২৫০০/ মাছের পোনা- ২০০০/০০ , সাইনবোর্ড- ৫০০/ অন্যান্য-৫০০/ সর্বমোট ৯২০০/০০ | পাইলটিং কার্যক্রম চলমান | হ্যাঁ | Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে, জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে, পুকুর পাড়ে উৎপাদিত সজ্বি তাদের দৈনিন্দিন চাহিদা মিটাবে। | রাজ কুমার বিশ্বাস ০১৭৪০৫৭৮১০২ rajkumarbiswasdof@gmail.com |
| ০৫ | মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা | স্বয়ংক্রিয় ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার | শুধুমাত্র চাষি/ব্যবহারকারী রোগাক্রান্ত মাছের একটি ছবি উঠানোর মাধ্যমে ডেটা এনালিসিস, পিক্সেল এনালিসিস এবং ডেটা ম্যানিপুলেশন এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় করা যাবে এবং রোগের মাত্রা অনুযায়ী ঔষধের ডোজ নির্ণয় করা যাবে এবং জিপিএস এপিআই ব্যবহার করে চাষি/ব্যবহারকারীর স্থান | বেশিরভাগ সময়ই চাষিরা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যাতায়ত করে বলে সঠিক সময়ে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয় নয়া। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটির দিন/ | মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@g | কার্যক্রম চলমান | ১ টি রোগ নির্ণয়ে পাইলটিং সম্পন্নঃ ২৫,০০,০০০/= সকল রোগ আইডেন্টিফাইয়িং এর মেশিন লার্নিং এবং অ্যাপস প্রস্তুতে খরচ আনুমানিকঃ ১,৬০,০০,০০০/= | কার্যক্রম চলমান | হ্যাঁ | চাষিরা যেকোন রোগের তাৎক্ষনিক এবং নির্ভূল ব্যবস্থা নিতে পারবে। | মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@g |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | নির্ণয় করা যাবে এবং পরবর্তীতে মাছের ঔষধ বিক্রেতার দোকানের ডেটাবেইজ (এপ্লিকেশনের সাথে লিংকড থাকবে) থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোকানির নাম্বারে কল চলে যাবে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ডোজ টি চলে যাবে। দোকানি সাথে সাথে তার লোক দিয়ে চাষির পুকুরে পৌঁছে দিবে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে (এজন্য তাকে আলাদা পে করা হবে)। এবং এই পুরা কাজটি করতে সময় লাগবে ৩০ সেকেন্ড + দোকানির ঔষধ নিয়ে আসতে যতটুকু সময় লাগে। | কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিটিং এ থাকলে চাষিরা রোগ বিষয়ক পরামর্শ নয়া নিয়েই চলে যান। ফলে এসব কারণে রোগ সনাক্ত এবং প্রতিকারে অনেক সময় ব্যয় হয়। ফলে চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। | mail.com | | | | | | | mail.com |
| ০৬ | বেতাগী, বরগুণা | স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ রক্ষায় বেতাগী মডেল | স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্বুদ্ধ করে টিম গঠনপূর্বক নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা। নদীর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে এলাকাভিত্তিক ৫-৬ জন করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে দিনরাত পাহারা বসিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা হয়। এছাড়া নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া সহজ হয়। | ইলিশ সম্পদ রক্ষায় মৎস্য বিভাগের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। যে কারণে অনেকক্ষেত্রেই ইলিশ সম্পদ রক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় না। ফলে বিভিন্ন স্থানে আইন ভঙ্গকারীদের কে জেল জরিমানা করতে হয়। মোবাইল ফোনের আধিক্যের ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সফল অভিযান ব্যহত হয়। | মোস্তফা-আল-রাজীব<br>০১৭১৭-২৫৪৭০৮<br>razib.fhdu@gmail.com | পাইলটিং সম্পন্ন | ৫০,০০০/= | হ্যাঁ | না | ইলিশ সম্পদ রক্ষা কার্যক্রম অনেক বেশী সহজ ও সফল হবে। ইলিশের উৎপাদন আরও বাড়বে। নিজেদের সম্পদ নিজেরাই রক্ষা করতে সক্ষম হবে। | মোস্তফা-আল-রাজীব<br>০১৭১৭-২৫৪৭০৮<br>razib.fhdu@gmail.com |

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | নদীর একদিক থেকে অভিযানে নামলে অন্যদিক অনিরাপদ হয়ে পড়ে। | | | | | | | |
| ০৭ | মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা | সিংগেল ড্রপ টাইট্রেশনের মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাণ পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইকরণ | এই পদ্ধতির মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাপ পদ্ধতিটি নিম্নস্বাক্ষরকারি কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম। এই পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ/ মৎস্য খামারের মালিকগণ তাদের খামারের পানির পিএইচ সম্পর্কে অতি সহজে, স্বল্প ব্যয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন। | সাধারণত পানির গুণাগুন পরীক্ষা ব্যাপারটি টেকনিক্যাল এবং চাষিরা সহজে এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন না। এছাড়া পানির পিএইচ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যন্ত্রপাতি ছাড়া পরীক্ষা করতে পারেন না। ফলে অতি দ্রুত যে কোন সময় এ সেবা দেয়া যায় না। | মোঃ হাদিউজ্জামান<br>০১৭৬৮৬৯১৬৪৬<br>hadi06bau@gmail.com | কার্যক্রম চলমান | ১,০০,০০০/= | কার্যক্রম চলমান | হ্যাঁ | চাষিরা স্বল্পমূল্যে নিজেরাই পানির গুণাগুন পরীক্ষা করতে পারবে। ফলে TCV সাশ্রয় হবে। | মোঃ হাদিউজ্জামান<br>০১৭৬৮৬৯১৬৪৬<br>hadi06bau@gmail.com |

## ২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাইলটিং (পাইলটিং পর্যায়ে) উদ্ভাবনের তালিকা

| ক্রমিকনং | ইনোভেশন আইডিয়া /প্রকল্পের নাম | উদ্ভাবকের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ও ই মেইল | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| **গ্রুপ-১: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদপরামর্শ সেবা সম্প্রসারণ** | | | |
| ১ | ইউনিয়ন পরিষদে প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপন | ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী<br>উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,০১৭১২২০৬৬৪৪, amitavodvm@gmail.com, | ইউনিয়ন পরিষদে প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপন |
| ২ | তৃনমূল পর্যায়ে টিকাপ্রদান কমীর মাধ্যমে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান সেবা সহজীকরণ | ডা. নূরুল্লাহ মো. আহসান<br>জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,ফরিদপুর, ০১৭১২-৭৫১৮১৬, dlofaridpur৭১@gmail.com | তৃনমূল পর্যায়ে টিকাপ্রদান কমীর মাধ্যমে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান সেবা সহজীকরণ |
| ৩ | প্রানিসম্পদ সেবা কেন্দ্র | জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ<br>সহকারী পরিচালক, সরকারী হাঁস্ম-মুরগী খামার, কুমিল্লা, ০১৭১৬-৪৭৪৯৪৪, ulosadardls@gmail.com | প্রানিসম্পদ সেবা কেন্দ্র |
| ৪ | তৃণমূল পর্যায়ে গবাদিপ্রাণি পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ ও ঔষধ সরবরাহ | ডাঃফারহানা জাহান<br>ভেটেরিনারি সার্জন, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।<br>০১৭৩৪-০৪৯৬৮১, fjrisha@gmail.com>, | তৃণমূল পর্যায়ে গবাদিপ্রাণি পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ ও ঔষধ সরবরাহ |
| **গ্রুপ-২: প্রাণিসম্পদের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ** | | | |
| ১ | জনগণের দোরগোড়ায় প্রাণি স্বাস্থ্য সেবা পৌছানো | ডা. এ.বি.এম সাইফুজ্জামান<br>জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার, ০১৮১৯-৮২৮৬৬২, a.b.m.saifuzzaman@gmail.com, | জনগণের দোরগোড়ায় প্রাণি স্বাস্থ্য সেবা পৌছানো |
| ২ | পি.পি.আর. রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে শতভাগ টিকা প্রদান | ডা. মো. হাফিজুর রহমান<br>জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,ঝিনাইদহ, ০১৭১৯-২৭২১০১, hafeez.magu@gmail.com>, | পি.পি.আর. রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে শতভাগ টিকা প্রদান |
| ৩ | জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রানী পালনকারীদের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | ডা. মোসাঃ শামীম নাহার<br>এডিএলও, নওগাঁ, ০১৭১৮-৫৪১৫১৬, nahar.shamim০৫@yahoo.com, | জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রানী পালনকারীদের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ |
| ৪ | গ্রাম ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবায় প্রণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প | ডা. মোঃ আব্দুল মজিদ<br>সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর রংপুর, ০১৭১২-০২১৭২০, maz_id১০@yahoo.com | গ্রাম ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবায় প্রণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প |
| ৫ | সেলফ জ্যুগাইড | ডা.মোঃ জসিম উদ্দিন<br>ডেপুটি কিউরেটর, রংপুর চিড়িয়াখানা ও বিনোদন উদ্যান,০১৭৮৪৪৮২৯৪৯, drjasimsailkupa@gmail.com | সেলফ জ্যুগাইড |
| ৬ | হাঁস-মুরগীর টিকাবীজ বিতরণ সহজীকরণ | Wv.সৈয়দ আলতাফ হোসেন<br>উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, আমতলী, বরগুনা, ০১৭৫৯-৪৪৮৩৪৭ altaf.dls@yahoo.com, , | হাঁস-মুরগীর টিকাবীজ বিতরণ সহজীকরণ |
| ৭ | প্রাণি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দোর গোড়ায় ডি-ওয়ার্মিং ও টিকাদানকার্যক্রম | মোঃফরহাদহোসেন<br>উপজেলাপ্রাণিসম্পদকর্মকর্তা, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | প্রাণি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দোর গোড়ায় ডি-ওয়ার্মিং ও টিকাদানকার্যক্রম |
| **গ্রুপ-৩: গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি** | | | |
| ১ | স্বাস্থ্যসম্মত ও অধিক লাভজনক মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন | ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক<br>জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম. ০১৭১২১৮০৬০৭,, jreajul@ gmail.com | স্বাস্থ্যসম্মত ও অধিক লাভজনক মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন |
| | ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সহজিকরণ প্রকল্প | ডা. পলাশ সরকার<br>উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,তজুমদ্দিন, ভোলা, ০১৭১২-০১০৭৯১, polash.vs@gmail.com | ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সহজিকরণ প্রকল্প |
| ২ | প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় গাভী ও বকনার কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান | ডা.মোঃ আবু সাঈদ সরকার<br>উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ,০১৭১১-৭০৭৭১০,sayeed sarker৬৮@ gmail.com | প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় গাভী ও বকনার কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান |
| ৩ | প্রাণি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দোর গোড়ায় ডি-ওয়ার্মিং ও টিকাদানকার্যক্রম | মোঃফরহাদহোসেন<br>উপজেলাপ্রাণিসম্পদকর্মকর্তা, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | |

| ক্রমিকনং | ইনোভেশন আইডিয়া /প্রকল্পের নাম | উদ্ভাবকের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ও ই মেইল | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৪ | মোটাতাজাকরণেগবাদিপশুর হেলথ কার্ড চালু | ডাঃমোঃ শহিদুল্লাহ,<br>উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর,০১৭১১৪৬৩৪৫৫, shahidullahvet@gmail.com | মোটাতাজাকরণেগবাদিপশুর হেলথ কার্ড চালু |
| **গ্রুপ-৪: প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ** | | | |
| ১ | গ্রুপভিত্তিক ঘাস চাষের মাধ্যমে প্রাণিপুষ্টির যোগান নিশ্চিতকরণ | ডা. কানাই লাল স্বর্ণকার<br>জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,মাগুরা,<br>০১৭১২-১৬৭০৬১,<br>kanailalswornaker@gmail.com, | গ্রুপভিত্তিক ঘাস চাষের মাধ্যমে প্রাণিপুষ্টির যোগান নিশ্চিতকরণ |
| ২ | স্কুল আঙ্গিনায় ঘাসের বাগান | ডা. কুমুদরঞ্জন মিত্র<br>জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মুন্সীগঞ্জ, ০১৭১২-৫৫৩৩৫০<br>kumudranjan_১০@yahoo.com,, | স্কুল আঙ্গিনায় ঘাসের বাগান |
| ৩ | ই-ভেটেরিনারিসার্ভিস: প্রাণিসম্পদ সেবা সহজীকরণ | ড. সৈয়দ আলী আহসান, সহকারী পরিচালক (এল/আর),প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।, ০১৭১৫-১৫৬৯১১, ahasan৬৭@gmail.com | ই-ভেটেরিনারিসার্ভিস: প্রাণিসম্পদ সেবা সহজীকরণ |
| ৪ | প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং তথ্যসেবা | ডা. মোঃ মোখলেছুর রহমান<br>ভিএস, জেলা প্রাণি হাসপাতাল, গাজীপুর,<br>muklesdls@gmail.com | প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং তথ্যসেবা |
| ৫ | খামার রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সেবা প্রদান | ডা।মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডেজিগনেটেড পরিচালক, এফডি আইএল উন্নয়ন প্রকল্প। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা। ০১৭১২১৬৪৯৬১, rislamdls,gmail.com | ম্যানুয়েল/ ডিজিটাল খামার রেজিষ্ট্রেশন করা হবে । প্রাবিসম্পদের সেবা প্রদান এবং খামার সমূহের গোবর/মল ব্যবস্থাপনা করা হবে। |

## ৩। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পাইলটিং (পাইলটিং পর্যায়ে) উদ্ভাবনের তালিকা

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | Mobile Apps on BFRI in Kaptai Lake Info | সেবা গ্রহীতারা মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য জীববৈচিত্র, মৎস্য উৎপাদন, সহনশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল, মৎস্য সম্পদ, মাছের রোগ ও প্রতিকার এবং মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে। | স্বল্প খরচ ও সময়ে এবং বিনা যাতায়াতে সেবা প্রদান। | মোঃ আবুল বাশার<br>প্রকল্প পরিচালক, চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা উইং স্থাপন<br>বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর<br>০১৭১৯৮১৮১৮৭<br>mabashar.bfri@gmail.com | এ্যাপসটি ২য় বার পাইলটিং করা হয়েছে | ২ লক্ষ টাকা | ২য় বার পাইলটিং করা হয়েছে। | না | সহজে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য জীববৈচিত্র, মৎস্য উৎপাদন, সহনশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল, মৎস্য সম্পদ, মাছের রোগ ও প্রতিকার এবং মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে। | মোহাম্মদ শহিদ উল্যাহ<br>০১৭১৭১০২৫০২ |

## ৪। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পাইলটিং (পাইলটিং পর্যায়ে) উদ্ভাবনের তালিকা

➔ পাইলটিং প্রকল্প নাই।

## ৬। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর পাইলটিং (পাইলটিং পর্যায়ে) উদ্ভাবনের তালিকা

| ক্রঃ নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাসব বায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাসবাবায়নযোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন bv¤^vi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ০১ | মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, বামউক, কক্সবাজার। | ঝুড়ির পরিবর্তে কার্টুন ব্যবহার। | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে সাধারণত ঝুড়িতে মাছ প্যাকিং করা হয়। এতে মাছের গুণগতমান বুন্ন হয়। কার্টুনে মাছ প্যাকিং করা হলে এটি রোধ | মাছের গুণগতমান ভাল থাকে। বরফ কম লাগে এবং বরফের স্থায়িত্ব বেশি থাকে। | জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক, পামবা, কক্সবাজার। | ৫০% | - | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ভোক্তাদের নিকট গুণগতমান সম্পন্ন মাছ সরবরাহে | জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, পামবা, কক্সবাজার। মোবাঃ ০১৭১০৫৫১ |

## ৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল-এর পাইলটিং (পাইলটিং পর্যায়ে) উদ্ভাবনের তালিকা

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি | বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে | পাইলটিং করা হয়েছে কিনা? | সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা? | প্রত্যাশিত ফলাফল | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১ | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | বিডি ভেট ফাইন্ডার | * মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি নিবন্ধিত প্রাণি চিকিৎসক চিহ্নিত করা। । * ঘরে বসে সেবা পাওয়া। * ভূয়া চিকিৎসক সনাক্ত করা। | সহজে সঠিক প্রাণিচিকিৎসক সনাক্ত করা । | ডাঃ মোঃ ইমরান হোসেন খান, রেজিস্ট্রার, বাঃভেঃ কাঃ। | এপ&সটি পাইলটিং করা হচ্ছে। | ২ লক্ষ টাকা | পাইলটিং করা হচ্ছে। | হ্যাঁ | সহজে সঠিক প্রাণিচিকিৎসক সনাক্ত করা। | ডাঃ মোঃ ইমরান হোসেন খান ০১৭১১-১০১৪০৪ |